সংবাদ

তারিখ ... 02 FEB 2014 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম...৪...

# শিশু শিক্ষা পরিবেশ

নুসরাত সুলতানা

আমরা বিভিন্নভাবে পরিবেশ সংরক্ষণের কথা, পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের বিদ্যমানতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার কথা বলছি, নানাভাবে চেষ্টাও করছি। কিন্তু পরিবেশের যে ক্ষতি আমরা করে ফেলেছি, তা অজ্ঞানতার ফলে বা অসচেতনতার কারণে বা স্বার্থপরতার দরুনই হোক তার পূরণ কি আমরা এক প্রজন্মেই করতে পারব? মনে হয় পারব না; এ জন্য আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। কিন্তু আমরা কি তাদের সে ভাবে তৈরি করতে পারছি? কোন কিছু সংরক্ষণের অথবা কারুর বা কোন কিছুর বিপদে তাকে রক্ষা করার ইচ্ছে বা আগ্রহ আমাদের তখনই জাগে যখন তার বা সেটির সঙ্গে আমাদের কোন আত্মিক যোগ থাকে, ভালোবাসার বোধ থাকে, তার মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা থাকে। আমাদের পরের প্রজন্ম বা তাদের পরের প্রজন্মের শিশুদের মধ্যে কি তেমন বোধ তৈরি হয়েছে পরিবেশের, বিশেষ করে প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য? আমরা কি তেমন কোন সুযোগ করে দিতে পেরেছি যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তাদের যোগ ঘটে, প্রকৃতির প্রতি তাদের ভালোবাসার বোধ জন্মায়? তাহলে তারা প্রকৃতিকে স্বমহিমায় সমজ্জ্বল রাখতে বা পরিবেশকে অনাবিল রাখতে সচেষ্ট হবে কেন? প্রয়োজনে কষ্ট করবে কেন? আর যদি ওরা এগিয়ে না আসে তাহলে আমাদের আন্দোলনের মাত্রা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি নিশ্চিত হবে কি?

যারা শিক্ষা বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেন, অথবা যারা শিক্ষার নীতি ও দর্শন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন তারা বারবার বলেছেন শিশুকে সঠিকভাবে মানুষ করতে হলে তার সঙ্গে তার প্রকৃতির নিবিড় যোগ বজায় রাখতে হবে। এটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যের জন্যই জরুরি। কিন্তু আমরা তাদের কথায় কান দেয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি। বরং তাদের বক্তব্যের পরিপন্থী কাজ করেছি অনেক ক্ষেত্রে। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ সৃষ্টির পরিবর্তে প্রকৃতির প্রতি অনীহা না হয় নির্লিপ্ততা তৈরি করে চলেছি। সম্প্রতি রিচার্ড লুভ (Richard Louv) তার বই *লাস্ট চাইল্ড ইন দি উডস* (*Last Child in the Woods*)-এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনিও চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন শিশুর জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্বের কথা। আমাদেরও আর দেরি না করে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার কিভাবে নবীন শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পৃক্ততা বাড়ানো যায়, প্রকৃতির প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ানো যায়।

আমাদের শিশুদের পাঠ্যবইতে প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা কথা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তত্ত্বের সঙ্গে ব্যবহারের, বইয়ের পড়ার সঙ্গে হাতের ছোঁয়ার প্রভাবের যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। তাই আমি মনে করি শিশুদের সুষ্ঠুভাবে মানুষ করে তোলার স্বার্থে এবং আমাদের আন্দোলনের যে লক্ষ্য তা বাস্তবায়নের পথে একধাপ এগিয়ে যাওয়ার স্বার্থে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে দৃঢ়তার সঙ্গে :

১. শিশুদের উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বিচরণ করার সুযোগ করে দেয়া যে তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই জরুরি এ কথা সাধারণ প্রশাসক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকবৃন্দকে বোঝানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

২. বিদ্যালয় শিক্ষাক্রমে নিয়মিত প্রকৃতি-বীক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করানোর ব্যবস্থা করে কারণ আমরা মনে করি প্রকৃতি-বীক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের মনে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার বোধ জাগিয়ে তোলা যাবে, প্রকৃতির উপাদানগুলোর প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে সেসব সংরক্ষণে তার ভূমিকা বুঝতে সাহায্য করা যাবে।

৩. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (বিশেষ করে ঢাকা শহরের) খেলার মাঠের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা করতে কর্তৃপক্ষকে আগ্রহ নিতে হবে।

৪. শহরের প্রতিটি আবাসিক এলাকায় শিশু-কিশোরদের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থাসহ খেলার মাঠের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে হবে, অন্তত সকালে দু'ঘণ্টা ও বিকেলে দু'ঘণ্টার জন্য হলেও।

অন্তত এ বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিলে আমার মনে হয় পরিবেশের প্রতি সহানুভূতিশীল নবীন প্রজন্ম, পরিবেশ সংরক্ষণের আন্দোলনের সাহসী সৈনিক আমরা পাব।

[লেখক : অধ্যাপক]